ভোরের কাগজ

21

তারিখ ... ... APR 04 2000 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

ধর্মীয় শিক্ষায় বৈষম্য কেন?

দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের দেশে ধর্মশিক্ষা পড়ানো হয়। দশম শ্রেণীর পর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ থাকলেও অন্য ধর্মাবলম্বীদরে সে সুযোগ নেই। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অন্য ধর্মাবলম্বীদের যে ধর্মশিক্ষা পড়ানো হয় তাও দায়সারা গোছের। অপরিকল্পিত, সংক্ষিপ্ত ও ভুলেভরা পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক দিয়ে ধর্মশিক্ষা নামে যে বিষয়টি চালু রয়েছে তা পড়ানোর জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনেক ক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বী কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সর্বমোট দশ দফায় বিপুল সংখ্যক ইসলাম ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ধর্মশিক্ষা পড়ানোর জন্য কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। এমনকি সম্প্রতি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতেও কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের কোনো উল্লেখ নেই। যদিও ইসলাম ধর্মের জন্য শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ না করার কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে অন্য ধর্মের ধর্মশিক্ষা পড়ানো হয় না। ধর্মশিক্ষা একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়ার কারণে অনেক সময় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অন্য বিষয়ের স্ব স্ব ধর্মের শিক্ষকরা তা পড়িয়ে থাকেন। এর জন্য অতিরিক্ত কোনো ভাতাও তিনি পান না। বেশির ভাগ স্কুলে অন্য ধর্মের কোনো শিক্ষক না থাকায় বা স্ব স্ব ধর্মের শিক্ষকরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে অপারগতা প্রকাশ করায় ধর্মশিক্ষা পড়ানো হয় না। এতে করে অন্য ধর্মাবলম্বীরা মারাত্মক সমস্যার মধ্যে পতিত হন। হয় নিজে নিজে বা বাড়িতে শিক্ষক রেখে তাদেরকে পড়াশোনা করতে হয়। যা সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক। এতে করে অন্য ধর্মের ছাত্ররা ধর্মশিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে।

অপরদিকে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এক নির্দেশে বলা হয়েছে, কোনো স্কুলে ৬০ শতাংশ একই ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রী থাকলে সেখানে সেই ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যেহেতু কোনো স্কুলে ৬০ শতাংশ হবে না, তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। তা ছাড়া নিজ ধর্মের অন্য বিষয়ের শিক্ষকই বা কেন অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন। তা ছাড়া উক্ত বিষয়ে তার পর্যাপ্ত জ্ঞান নাও থাকতে পারে। উক্ত নির্দেশে ৬০ শতাংশের কম অন্য ধর্মাবলম্বীদরে জন্য স্ব স্ব ধর্মের অন্য শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা কি সংখ্যালঘুদের প্রতি চরম বৈষম্য এবং রসিকতা নয়?

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আশীষ বর্মণ
রায়নগর, সিলেট।